UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

2010 International Year of Biodiversity

সেপ্টেম্বর -অক্টোবর ২০১০ September-October 2010

২২তম বর্ষ নবম ও দশম সংখ্যা Volume-XXII, No. IX & X

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছেন

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশন ১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী সপ্তাহের পর রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি শীর্ষ সম্মেলন) ওপর ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী এক উচ্চ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মিলিত হন।

বার্ষিক সাধারণ আলোচনা ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, প্রথাগতভাবে সরকার, রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীবর্গ এতে বিবৃতি দেন।

পরিষদ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে ছিল:

১. এমডিজি শীর্ষ সম্মেলনের ফলানুবর্তনসহ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০);
২. জলবায়ু পরিবর্তন;
৩. খাদ্য নিরাপত্তা;
৪. নাজুক ও সংঘাত-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলো পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা;
৫. নিরস্ত্রীকরণ;
৬. নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার ও সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করাসহ জাতিসংঘের সংস্কার এবং শান্তি বিনির্মাণ কমিশন ও মানবাধিকার পরিষদের পর্যালোচনা।

আরো বেশ কয়েকটি প্রধান বিষয় ৬৫তম অধিবেশনে বিবেচিত হবে। যা ২০১১ সালের মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। ২০১০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য বর্ষের সমর্থনে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা হয়। পরে একই সপ্তাহে মরিশাস কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর নাজুক অবস্থা নিরসনের অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মরিশাস কর্মকৌশলে এই নাজুক রাষ্ট্রগুলোর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, বাণিজ্য ও স্থিতিশীল উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে অনন্য ধরনের উন্নয়ন সমস্যা দেখার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পরে বছরের শেষ দিকে ১৪ ডিসেম্বর উপনিবেশ দেশগুলো ও জনগণকে স্বাধীনতা প্রদান বিষয়ক পরিষদের মাইলফলক ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ২০০১ সালের

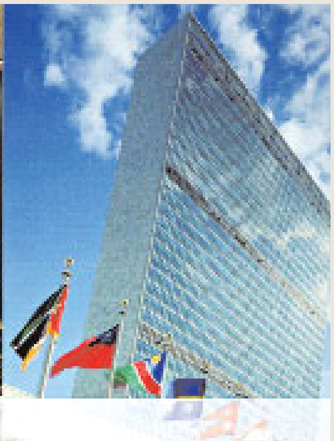

এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত অঙ্গীকার ঘোষণার লক্ষ্যগুলো অর্জনে পরিষদের ২০১১ সালের পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হবে। পরিষদের ৬৬তম অধিবেশন চলাচালে ইস্তাম্বুলে স্বল্পোন্নত দেশগুলো সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে।

বহুপক্ষীয় আলোচনার ফোরাম

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের আলাপ-আলোচনা, নীতিনির্ধারণ ও প্রতিনিধিত্বশীল অঙ্গ সংগঠন হিসেবে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান অধিকার করে রয়েছে। জাতিসংঘের ১৯২টি সদস্যের সবার সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদ সনদের আওতাধীন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নিয়ে পূর্ণ মাত্রায় বহুপক্ষীয় আলোচনার একটি অনবদ্য ফোরাম। এটি আন্তর্জাতিক আইনের মান-নির্ধারণ ও সঙ্কলনভুক্তির প্রক্রিয়ায়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিষদ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিয়মিতভাবে নিবিড় অধিবেশন এবং এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হয়।

সাধারণ পরিষদের কাজ ও ক্ষমতা

সনদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ :

১. নিরস্ত্রীকরণসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার সাধারণ নীতিমালা নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে;

২. নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনাধীন কোনো বিরোধ বা পরিস্থিতি ব্যতীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও সুপারিশ করতে পারে;

৩. একই ব্যতিক্রম ব্যতীত সনদের আওতাধীন যে কোনো বিষয় অথবা জাতিসংঘের যে কোনো অঙ্গ সংগঠনের ক্ষমতা ও কাজ নিয়ে আলোচনা এবং সুপারিশ করতে পারে;

৪. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদার, আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়ন ও সঙ্কলনভুক্তি, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণার সূচনা ও সুপারিশ করতে পারে;

৫. জাতিগুলোর মৈত্রীয় সম্পর্ক ব্যাহত হওয়ার মতো যে কোনো পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে;

৬. নিরাপত্তা পরিষদ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট গ্রহণ ও বিবেচনা করতে পারে;

৭. জাতিসংঘের বাজেট পর্যালোচনা, অনুমোদন ও সদস্যদের প্রদেয় চাঁদার হার নির্ধারণ করতে পারে;

৮. নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্য নির্বাচন এবং নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব নিয়োগ করতে পারে।

১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' (৩৭৭ (৫) নং) প্রস্তাব অনুযায়ী যদি কোনো ঘটনায় শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয় বা শান্তি ভঙ্গ হয় কিংবা কোনো আগ্রাসন চালানো হয়ে থাকে এবং নিরাপত্তা পরিষদের কোনো স্থায়ী সদস্যের নেতিবাচক ভোটের কারণে তা কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদও ব্যবস্থা নিতে পারে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সদস্যদের প্রতি সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার লক্ষ্যে পরিষদ তৎক্ষণাৎ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে (নিচে 'বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন' দেখুন)।

সাধারণ পরিষদ রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তার আওতার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়ে কেবল প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতাবিহীন সুপারিশ প্রদানের ক্ষমতা রাখলেও তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনি ক্ষেত্রে এমন সব কার্যক্রমের সূচনা করেছে যা বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। মাইলফলক বলে বিবেচিত ২০০০ সালে গৃহীত মিলেনিয়াম উন্নয়ন ঘোষণা এবং ২০০৫ সালের বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন ফলাফল দলিল উন্নয়ন ও দারিদ্র্য মোচন, মানবাধিকার রক্ষা ও আইনের শাসন এগিয়ে নেয়া, আমাদের অভিন্ন পরিবেশ রক্ষা, আফ্রিকার বিশেষ চাহিদা পূরণ ও জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি শান্তি, নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা

বিগত বছরগুলোতে সাধারণ পরিষদের

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি ভাষণ প্রদান করছেন

কাজ আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৫৮তম অধিবেশনের মতো এটা একটা অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে এবং প্রধান কমিটিগুলোর এজেন্ডা প্রণালিবদ্ধ করা, চর্চা ও কার্যপদ্ধতি উন্নত করা, সাধারণ পরিষদের ভূমিকা বিস্তৃত করা, সভাপতির ভূমিকা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা এবং মহাসচিব মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় পরিষদের ভূমিকা পরীক্ষা করার জন্য সাধারণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৬০তম অধিবেশনে পরিষদ একটি পাঠাংশ গ্রহণ করে (২০০৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ৬০/২৮৬ নং প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত) যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য অতীব গুরুত্ববহ চলতি বিষয়ের ওপর অনানুষ্ঠানিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা সংক্রান্ত অ্যাডহক কার্য গ্রুপের সুপারিশকৃত এই পাঠাংশে এসব মিথস্ক্রিয় আলোচনার জন্য সাধারণ পরিষদের সভাপতির প্রতি বিষয় প্রস্তাবের আহ্বান জানানো হয়েছে। ৬৪তম অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার ওপর দুটি অনানুষ্ঠানিক বিষয়ভিত্তিক মিথস্ক্রিয় আলোচনা আহ্বান করা হয়। সাধারণ পরিষদের অনানুষ্ঠানিক সভাগুলোতে সদস্য দেশগুলোকে নির্ধারিত সময় পরপর মহাসচিবের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও ভ্রমণ সম্পর্কে ব্রিফদান করা তার একটি প্রতিষ্ঠিত চর্চায় পরিণত হয়েছে। এসব ব্রিফদান মহাসচিব ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতবিনিময়ের একটা চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে, যা ৬৫তম অধিবেশনে অব্যাহত থাকতে পারে।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচন

কাজ বেগবান করার চলতি প্রক্রিয়ার ফলে এবং কার্যপ্রণালি বিধির বিধি ৩০ অনুসারে সাধারণ পরিষদ এখন প্রধান কমিটিগুলো এবং কমিটিগুলো ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মধ্যে সমন্বয় ও কাজের প্রস্তুতি আরো জোরদার করার লক্ষ্যে নতুন অধিবেশন শুরু হওয়ার কমপক্ষে তিন মাস আগে পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রধান কমিটিগুলোর চেয়ার নির্বাচিত করে।

সাধারণ কমিটি

পরিষদের সভাপতি ও ২১ জন সহ-সভাপতি এবং ছয়টি প্রধান কমিটির চেয়ারের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ কমিটি পরিষদের কাছে এজেন্ডা গ্রহণ, এজেন্ডার বিষয় বণ্টন ও তার কাজ সংগঠিত করার বিষয়ে সুপারিশ করে।

বিগত অল্প কয়েকটি অধিবেশনে পরিষদের বিবেচনাধীন নির্দিষ্ট বিষয় বা তার কাজের সঙ্গে সংশি-ষ্ট বিষয়ে সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত অনানুষ্ঠানিক সভা ও ব্রিফদান অনুষ্ঠানের ফলে সাধারণ কমিটির ভূমিকা আরো জোরদার হয়েছে।

পরিচয়পত্র বিষয়ক কমিটি

প্রত্যেক অধিবেশনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত পরিচয়পত্র কমিটি পরিষদের কাছে প্রতিনিধিদের পরিচয় সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে।

সাধারণ আলোচনা

৬৫তম অধিবেশন চলাকালে বার্ষিক সাধারণ আলোচনা ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শুরু হয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শেষ হয়, যাতে সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। ৬৫তম অধিবেশনের সভাপতি সুইজারল্যান্ডের মান্যবর জোসেফ ডেইসের প্রস্তাবিত 'বিশ্ব শাসনে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পুনর্নিশ্চিত করা' শীর্ষক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আওতায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের জন্য গুরুত্ববহ একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্বাচনের চর্চা ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়; সাধারণ পরিষদ তখন ১৯২ সদস্যের এই সংস্থার কর্তৃত্ব ও ভূমিকা বৃদ্ধির প্রয়াসে এই নবপ্রবর্তনের সূচনা করেছিল (২০০৩ সালের ৫৭/৩০১ নং প্রস্তাব), (২০০৩ সালের মার্চে গৃহীত ৫৭/৩০১ নং প্রস্তাব অনুযায়ী) সচরাচর নয়টি কার্যদিবসের পরিবর্তে উপরে বর্ণিত কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে এ বছরের সাধারণ আলোচনা সাত কার্যদিবস চলে। সাধারণ আলোচনার অনতিপূর্বে মহাসচিব জাতিসংঘের কাজের ওপর তার

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের জোসেফ ডেইস গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

রিপোর্ট প্রদান করেন, যে চর্চা ৫২তম অধিবেশনে শুরু হয়েছিল।

ছয়টি প্রধান কমিটি

সাধারণ আলোচনা শেষে পরিষদ তার এজেন্ডার স্বতন্ত্র বিষয়গুলো বিবেচনা শুরু করে। বিবেচনা করার মতো বিপুলসংখ্যক বিষয়ের কারণে (উদাহরণ হিসেবে ৬৪তম অধিবেশনে ছিল এজেন্ডার ১৭০টির বেশি বিষয়), কমিটিপ্রধান কমিটিগুলোর মধ্যে তাদের কাজের সংশি-ষ্টতা অনুযায়ী বিষয়গুলো বণ্টন করে দেয়। কমিটিগুলো বিষয়গুলো আলোচনা করে, সম্ভব হলে রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা চালায় এবং সচরাচর খসড়া প্রস্তাবের আকারে সিদ্ধান্তসহ পরিষদের বিবেচনার জন্য পূর্ণাঙ্গ সভায় তাদের সুপারিশ পেশ করে।

ছয়টি প্রধান কমিটি হচ্ছে: নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কমিটি (প্রথম কমিটি) যা নিরস্ত্রীকরণ ও সংশি-ষ্ট আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখে; উপনিবেশ বিলোপ, নিকট প্রাচ্যে প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থা (আনরোয়া ও প্যালেস্টাইনি) জনগণের মানবাধিকারসহ অন্য কোনো কমিটি বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিবেচিত হয় না এমন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় দেখার জন্য উপনিবেশ বিলোপ কমিটি (চতুর্থ কমিটি), অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ও আর্থিক কমিটি (দ্বিতীয় কমিটি), সামাজিক ও মানবিক বিষয়াদির কাজে সামাজিক, মানবিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি (তৃতীয় কমিটি), জাতিসংঘের প্রশাসন ও বাজেটের দায়িত্বে প্রশাসনিক ও বাজেট বিষয়ক কমিটি (পঞ্চম কমিটি) এবং আইন বিষয়ক কমিটি (ষষ্ঠ কমিটি) যা আন্তর্জাতিক আইনি বিষয়গুলো দেখে।

প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির মতো এজেন্ডার কয়েকটি বিষয় অবশ্য পরিষদ সরাসরি তার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বিবেচনা করে।

সাধারণ পরিষদের কার্য গ্রুপ

সাধারণ পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অধিক বিশদভাবে তুলে ধরা ও পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য অতীতে কার্য গ্রুপ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছে, যার মধ্যে সাধারণ পরিষদের কাজ বেগবান করা বিষয়ক অ্যাডহক কার্য গ্রুপ ৬৫তম অধিবেশনকালে তার কাজ অব্যাহত রাখতে পারে।

আঞ্চলিক গ্রুপ

বিগত বছরগুলোতে শলাপরামর্শের সহায়ক হিসেবে এবং পদ্ধতিগত কাজের সুবিধার্থে সাধারণ পরিষদে বিভিন্ন অনানুষ্ঠিনিক আঞ্চলিক গ্রুপিং গড়ে উঠেছে। গ্রুপগুলো হচ্ছে–আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো, এশীয় রাষ্ট্রগুলো, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো; লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্য রাষ্ট্রগুলো। সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ আঞ্চলিক গ্রুপগুলোর মধ্যে পালাক্রমে নির্বাচিত। ৬৫তম অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্র গ্রুপের সুপারিশের ভিত্তিতে।

বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশন

নিয়মিত অধিবেশন ছাড়া পরিষদ বিশেষ অধিবেশন ও জরুরি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হতে পারে।

পরিষদ আজ পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে এমন বিষয়ে ২৮টি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্যালেস্টাইন প্রশ্ন, জাতিসংঘের অর্থ, নামিবিয়া, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জাতিবিদ্বেষ, মাদক, পরিবেশ, জনসংখ্যা, নারী, সামাজিক উন্নয়ন, মানব বসতি ও এইচআইভি/এইডস। ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৮তম অধিবেশন নাৎসি নির্যাতন শিবির মুক্ত করার ৬০তম বার্ষিকীর স্মরণে নিবেদন করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ যেসব পরিস্থিতিতে অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে সেসব পরিস্থিতি বিবেচিত হয় জরুরি বিশেষ অধিবেশনে যেগুলো হচ্ছে : হাঙ্গেরি (১৯৫৬), সুয়েজ (১৯৫৬), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৮ ও ১৯৬৭), কঙ্গো (১৯৬০), আফগানিস্তান (১৯৮০), প্যালেস্টাইন (১৯৮০ ও ১৯৮২), নামিবিয়া (১৯৮১), অধিকৃত আরব ভূখন্ড (১৯৮২) এবং অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও অবশিষ্ট প্যালেস্টাইনির ভূখন্ডে ইসরায়েলি কার্যকলাপ (১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১ ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৬ ও ২০০৯)। ২০০৯ সালের ১৬ জানুয়ারি পরিষদ দশম জরুরি বিশেষ অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতবি ঘোষণা করে এবং সদস্য দেশগুলোর অনুরোধে অধিবেশন পুনরায় শুরু করার জন্য পরিষদ সভাপতিকে ক্ষমতা দান করে।

পরিষদের কাজ নির্বাহ করা

জাতিসংঘের কাজের উৎস হচ্ছে বহুলাংশে সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো এবং এগুলো নির্বাহ করা হয় এভাবে :

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত কমিটি এবং অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ, মহাশূন্য, শান্তিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা চালানো ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা;
২. জাতিসংঘ সচিবালয় দ্বারা অর্থাৎ মহাসচিব ও তার আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা–কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনের সভাপতি মান্যবর জোসেফ ডেইস

জোসেফ ডেইস ২০১০ সালের ১১ জুন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বহুমুখী বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ মি. ডেইস ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল কাউন্সিলে (সুইস কেবিনেট) কাজ করেন। এ সময় অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী পদে থাকাকালে (২০০৩ থেকে ২০০৬) তিনি ২০০৪ সালে সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। কেবিনেট সদস্যরা প্রতি বছর পালাক্রমে এ পদে দায়িত্ব লাভ করেন। এ পদে থাকাকালে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তার দেশের প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এর আগে ১৯৯৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে তিনি সুইজারল্যান্ডের জাতিসংঘভুক্তির প্রচারণার পুরোভাগে ছিলেন।

কেবিনেট মন্ত্রী থাকাকালে মি. ডেইস বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গানে সক্রিয় থেকে মেক্সিকোর কানকুন, কানাডার মন্ট্রিল, ফ্রান্সের প্যারিস, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ও চীনের হংকংয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লু-টিও) দোহা রাউন্ডে গুরুত্বপুর্ণ আলোচনায় তার দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি কৃষিপণ্যের নিট আমদানিকারকদের মোর্চা দশ জাতি গ্রুপ (জি-১০) প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন এবং পরে তার সভাপতি হন। এই গ্রুপ ডব-টিও আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মি. ডেইস বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকের (ইবিআরডি) বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্যও ছিলেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের আলোচনায় নির্দেশনা দেন।

২০০১ সালে মি. ডেইস স্থিতিশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের আঞ্চলিক প্রস্তুতি সম্মেলনে ইউরোপের জন্য জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে শীর্ষ সম্মেলনে এবং সে বছরের গোড়ায় মেক্সিকোর মনটেরিতে উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সম্মেলনেও তার দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এছাড়া

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থায় (ওইসিডি) তিনি সুইস প্রতিনিধি দলের সভাপতিত্ব করেন। ফেডারেল কাউন্সিলর হিসেবে মি. ডেইস কাউন্সিল অব ইউরোপ (তৎকালীন) জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন, ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (ওএসসিই), দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলীয় ইউরোপের জন্য স্থিতিশীলতা চুক্তি এবং ইউরো-আটলান্টিক অংশীদায়িত্ব পরিষদ (ইএপিসি)সহ আরো অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় সুইস প্রতিনিধি দলে মন্ত্রী হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন। এছাড়া ২০০২ সালে তিনি অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনালে ডেলা ফ্যাংকোফোনির মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

ফেডারেল কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সুইস পার্লামেন্টের (জাতীয় পরিষদ) সদস্য ছিলেন। এ সময় তিনি সুইস ফেডারেল সংবিধান পর্যালোচনার দায়িত্বে নিয়োজিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন (১৯৯৭ থেকে ১৯৯৮)। এর আগে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। মি. ডেইস ফ্রিবার্গ সুইস ক্যান্টনের সংসদ সদস্য হিসেবে ১৯৮১ সালে তার রাজনৈতিক পেশা শুরু করেন। এ পদে তিনি এক দশক ছিলেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ১৪ বছর তিনি বারবারেশে পৌরসভার মেয়রও ছিলেন এবং ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি সব অপ্রতিযোগিতামুলক পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে সুইজারল্যান্ডের মুল্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শিক্ষাঙ্গনে মি. ডেইস ফ্রিবার্গ, লসানে ও জেনেভাসহ কয়েকটি সুইস বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং ফ্রিবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ছিলেন এবং তার গ্রুরু সদনে ডিন ছিলেন ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত। ২০০৭ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি লেবাননের বৈরুতে সেন্ট জোসেফ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকৌশল পরিষদের একজন সদস্য। ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি ও ইতালীয় ভাষায় পারদর্শী মি. ডেইস ফ্রিবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট করেন এবং যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজে কিংস কলেজে একজন গবেষণা ছাত্র ছিলেন।

অগণিত সম্মাননা ও পদক লাভের কৃতিত্বের অধিকারী মি. ডেইসকে জাপানের গ্র্যান্ড কর্ডন অব দ্য অর্ডার অব দ্য রাইজিং সান (২০০৮) এবং ফ্রান্সের officier de I'Ordre national dela Legion d'honneur-এ ভূষিত করা হয় (২০০৭)। তিনি সুইজারল্যান্ডের লসানে বিজনেস স্কুল (২০০৮), সুইজারল্যান্ডের নিউশ্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৭) এবং বুলগেরিয়ার সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (২০০১) অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি এমি গ্রুপ (লুকার্নে, সুইজারল্যান্ডে) ও জুরিখ বীমা কোম্পানি (আয়ারল্যান্ডে ও দক্ষিণ আফ্রিকা)সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বোর্ড সদস্যের দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়া তিনি জুরিখ আর্থিক পরিসেবা আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের একজন সহ-সভাপতি।

সুইজারল্যান্ডের দ্বিভাষাভাষী ফ্রিবার্গ ক্যান্টনে ১৯৪৬ সালের ১৮ জানুয়ারি জন্ম নেয়া মি. ডেইস বিবাহিত এবং তার তিনটি সন্তান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ আগস্ট ২০১০-২০১১
সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া

তথ্যলিপি: যুব এবং আন্তঃপ্রজন্ম অংশীদারিত্ব

- জনমিতিগত উত্তরণ, পারিবারিক কাঠামো ও বসবাস ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পাশাপাশি অভিবাসন প্রবণতা আন্ত ঃপ্রজন্ম সম্পর্ক ও চলতি সামাজিক সুরক্ষা, ব্যবস্থা, বিশেষ করে পেনশন, স্কিমকে প্রভাবিত করার ফলে যুবদের নিজের আয়ত্তাধীন ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়ছে।
- ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদ বিশ্ব যুব জরুরি কর্মসুচির একটি সম্পূরক সংযোজনী গ্রহণ করে যাতে অন্যান্যের মধ্যে পরিবারকে সুদৃঢ় করা এবং আন্ত ঃপ্রজন্ম সংহতি জোরদার করার প্রস্তাব দেয়া হয়।
- ২০০৯ সালে 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে পারিবারিক নীতি : সামাজিক সুরক্ষা এবং আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি বৃদ্ধি' বিষয়ক জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ গ্রুপের সভায় যুব ও প্রবীণ সংগঠনগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়।

সচরাচর জ্ঞান, সাংস্কৃতিক নিয়ম, ঐতিহ্য ও পরস্পর বিনিময় সেবা, সহায়তা ও সম্পদ বিনিময়ে আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ক কেন্দ্রীভূত। আজকে জনমিতিগত উত্তরণ, পারিবারিক কাঠামো ও বসবাস ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পাশাপাশি অভিবাসন প্রবণতা ক্রমবর্ধমান হারে সমগ্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে।

আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসের ফলে বিশ্বের দ্রুত জরায়ন ঘটছে। ২০৫০ সাল নাগাদ উন্নত দেশগুলোতে ষাটোর্ধ্ব লোকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে এবং উন্নয়নশীল দেশে বাড়বে তিনগুণ এবং প্রত্যাশিত আয়ষ্কাল বেড়ে ৭৫-এ পৌঁছাবে। যুব প্রজন্মের সঙ্গে প্রবীণ বয়স্কদের হয়তো জ্ঞান ও সম্পদ বিনিময়ের বেশি সুযোগ থাকবে এবং প্রবীণদেরও হয়তো দীর্ঘ সময় ধরে যুব প্রজন্মের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হতে পারে।

জনমিতিগত পরিবর্তন এবং বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে পেনশন স্কিমের প্রতি চ্যালেঞ্জ যুবজনের নিজ আয়ত্তাধীন ভবিষ্যৎকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অধিকন্তু যুবদের বেকারত্বের ক্রমবৃদ্ধি, গৃহায়ন ঘাটতি বা স্বাধীনতার সুফল ভোগের অপ্রতুল উপায়ের কারণে যুবজনও হয়তো বাবা-মা'র ওপর দীর্ঘতর সময় নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।

বিশ্বের কোনো কোনো অংশে সাধারণভাবে দেখা গেলেও আন্তঃপ্রজন্মের সহায়তা ও নির্ভরতাভিত্তিক বহু প্রজন্মের সম্পর্কযুক্ত পরিবারের সংখ্যা, বিশেষ করে নগর এলাকায় কমে আসছে। পরিবারের আকার ছোট থেকে ছোট হচ্ছে এবং যুবজন বিয়ে বিলম্বিত করছে, কম সন্তান নিচ্ছে ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করছে।

পল-ী এলাকায়, পরিবারের প্রবীণ সদস্যের জ্ঞান ও পথনির্দেশনার সুফল ছেড়ে যুবজন শহরে পাড়ি দেয়ায় সামাজিকীকরণের আন্তঃপ্রজন্ম ধরন অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যস্ত হচ্ছে। এ ধরনের প্রবণতা পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন নতুন চাহিদা এবং দাদা-দাদি, বাবা-মা, যুবজনের প্রথাগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরীক্ষা সৃষ্টি করছে।

জাতিসংঘ এবং আন্তঃপ্রজন্ম অংশীদায়িত্ব

২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদ বিশ্ব যুব কর্মসুচির একটি সম্পূরক সংযোজনী গ্রহণ করে, যা আন্তঃপ্রজন্ম সম্পর্ককে একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এর কার্যব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবে পরিবারকে দৃঢ় সুত্রে আবদ্ধ, যুব নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

২০০২ সালের জরায়ন সংক্রান্ত মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনায় উলে-খ করা হয় যে, আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক যে সমাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মগুলোকে মূল্য দেয় এবং প্রজন্মগুলোর মধ্যে ন্যায্যতা ও পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্ক তুলে ধরে তার জন্য প্রজন্মগুলোর সংহতি অপরিহার্য। সাধারণ পরিষদের বেশ কয়েকটি প্রস্তাবে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মকৌশলের মাধ্যমে যুব ও প্রবীণ প্রজন্মের নাজুক অবস্থা হ্রাসের মতো নীতি ও কর্মসুচি বৃদ্ধি করার জন্য সদস্য দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

জাতিসংঘের কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ গ্রুপের সভায় আন্তঃপ্রজন্ম সংহতিসহ আন্তঃপ্রজন্ম বিষয়গুলোর ওপর সুপারিশ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে পারিবারিক নীতি: সামাজিক সুরক্ষা এবং আন্তঃপ্রজন্ম সংহতি বৃদ্ধি' বিষয়ক সভায় যুব ও প্রবীণ সংগঠন এবং সমাজভিত্তিক সক্রিয় প্রবীণ

কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা এবং জাতীয় পরিকল্পনায় ব্যবহার্য আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক স্থানান্তরের ওপর গবেষণার সুপারিশ করা হয়েছে।

তথ্যলিপি: যুব ও ক্ষুধা

- প্রায় ১শ' কোটি যুবজনের শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি (বিশ্ব জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ) উন্নয়নশীল দেশে বাস করে এবং তাদের অর্ধেক কাজ করে কৃষি খাতে।
- প্রতি বছর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ৭০টির মতো দেশে স্কুলে খাদ্যদান কর্মসূচিতে ২ কোটির বেশি শিশুকে খাবার দেয়।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল এবং ডব্লুএফপি স্থানীয় সমাজগুলোতে কৃষি যুব সমিতি ও নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে কাজ করে এবং যুব উন্নয়ন প্রকল্প ও সামর্থ্য বিনির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- বিশ্বের অগ্রহণযোগ্য ক্ষুধার কথা তুলে ধরার জন্য এফএও'র '১শ' কোটি ক্ষুধার্ত প্রচারণা', ডব্লুএফপির 'ক্ষুধা রোখো : বিশ্ব পদযাত্রা' এবং 'শতকোটির জন্য শতকোটি'র মতো জনসচেতনতামুলক প্রচারাভিযান গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১৫ সালে নাগাদ অপুষ্টির শিকারের সংখ্যা ১৯৯০-এর পর্যায়ের অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য ছিল ১৯৯৬ সালের বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলন এবং মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর লক্ষ্য ১। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টি বেড়ে চলেছে এবং চলতি নজিরবিহীন আর্থিক সঙ্কট ও ২০০৮ সালের খাদ্য সঙ্কটের কারণে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

নিম্ন আয় ও উচ্চ মুল্যের সম্মিলনের কারণে সবার মৌলিক অধিকার খাদ্য লাখ লাখ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। মানবজাতির এক-ষষ্ঠাংশ বা প্রায় ১ কোটি ক্ষুধার্ত ও অপুষ্টির শিকার। সবচেয়ে কঠিন আঘাত পড়েছে বিশেষ করে আফ্রিকার উপসাহারা ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পল-ী এলাকার জনগণের ওপর। সবচেয়ে নাজুক অবস্থা হলো শিশু ও যুবজন, বিশেষ করে মেয়েদের, কারণ ক্ষুধা ও অপুষ্টি তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণ এবং সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সামর্থ্যকে ব্যাহত করে।

জাতিসংঘ এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই

রোমে অবস্থিত প্রধানত তিনটি সংস্থা-জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইএফএডি) এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লুএফপি) মাধ্যমে ক্ষুধার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাড়া পরিচালিত হয়। এসব সংস্থা ও সুশীল সমাজের মতো বেশ কয়েকটি সত্তার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। জরুরি খাদ্য ত্রাণ, দারিদ্র্য উতরাতে দরিদ্রদের সমর্থ করা জ্ঞান ও তথ্য স্থানান্তর করে সামর্থ্য বিনির্মাণ, কৃষিখাতের আধুনিকায়নে সহায়তা করা, পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি গড়ে তোলা এবং আলোচনা ও শলাপরামর্শের নিরপেক্ষ ফোরাম হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে তারা ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে।

যুবজনের জন্য জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও উদ্যোগ রয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা থেকে ক্ষুদ্র ঋণ, অর্থায়ন এবং বীজ ও সারের মতো উপকরণ জাতীয় সম্পদের সুযোগ প্রদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাতিসংঘ সংস্থাগুলো কৃষি যুব সমিতি ও নেটওয়ার্কের সঙ্গেও কাজ করে; যুব সংগঠন, বিশেষ করে যুব কৃষক সংগঠন ও যুব সমবায়কে সহায়তা করে এবং স্থানীয় সমাজে যুব উন্নয়ন প্রকল্প ও সামর্থ্য বিনির্মাণ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

অগ্রগতি

২০০৮ সালে জাপানে জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন, ২০০৯ সালে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে এল একুইলা যৌথ বিবৃতি এবং ২০০৯ সালে এফএওর বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলন ক্ষুধার অবসানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নবতর অঙ্গীকার গড়ে তোলে।

জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালা পর্যালোচনা ও ফলানুবর্তনের জন্য ১৯৭৪ সালে গঠিত আন্তঃসরকারি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটিকে (সিএফএস) আরো কার্যকর করার জন্য সংস্কার করা হচ্ছে। একটি নতুন উপদেষ্টা গ্রুপে যুবদের রাখা হবে যারা নীতি ও কৌশলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং চর্চা, প্রযুক্তি ও বিশেষ দক্ষতা সম্পর্কিত জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সিএফএসের প্রক্রিয়ায় অবদান রাখবে।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধা হ্রাসে অগ্রগতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে পল-ী উন্নয়ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ জোরদার করা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রসারিত করা।

এ ধরনের স্কিমের মধ্যে রয়েছে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, যেমন পাকিস্তান, সুদান ও ইয়েমেনে ডব্লুএফপির স্কুলে খাদ্যদান কর্মসূচি এবং ফিলিপাইন, কোটে ডি আইভয়ের, লাওস ও জিবুতিতে 'কাজের বিনিময়ে নগদ/বা খাদ্য' উদ্যোগ। জাম্বিয়া, হাইতি, আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় ভাউচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো কর্ম সৃজনের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিকে বেগবান করা এবং কৃষি উৎপাদন ও স্থানীয় মুল্য সংযোজিত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ডব্লুএফপি প্রতি বছর ৭০টির মতো দেশে স্কুলে খাদ্যদান কর্মসূচিতে ২ কোটির বেশি শিশুকে খাবার দেয়। এসব কর্মসূচিতে যত মেয়ের কাছে পৌঁছানো হয়েছে তাদের সংখ্যা ২০০২ সালের ৮ লাখ থেকে ২০০৯ সালে শতকরা ৪৭ ভাগ বেড়ে ১ কোটি ২ লাখে পৌঁছেছে। উত্তর ভারতের পল-ী অঞ্চলে মেয়েদের উপস্থিতি শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে, শতকরা ৩০ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের মতো পরিবর্তন চলে আসবে।

তথ্যলিপি: এইচআইভি এবং যুবজন

- ২০০৮ সালে বিশ্বে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে নতুন করে যারা এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে তাদের শতকরা ৪০ ভাগ যুবজন।
- এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা যুবদের মধ্যে ৪০ লাখ (৮০%) বাস করে আফ্রিকার উপসাহারায় এবং এদের শতকরা ৭০ ভাগ নারী।
- এইচআইভির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বোঝা রয়েছে এশিয়ার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, যেখানে আনুমানিক ৩৮ লাখ লোক এইচআইভি নিয়ে বেঁচে রয়েছে। এ অঞ্চলে ২০০৮ সালে নতুন করে সংক্রমিত ২ লাখ ৮০ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবজন।
- পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় নতুন করে সংক্রমিতদের মধ্যে যুবজনের সংক্রমণের হার শতকরা ৪৫ থেকে শতকরা ৪০ ভাগে নেমে এসেছে।
- বিশ্বের ১৬টি দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবজনের মধ্যে এইচআইভি বিদ্যমানতার প্রবণতা (১৯৯০-১৯৯৮) হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা যায় এবং সর্বাধিক এইচআইভি আক্রান্ত ২১টির মধ্যে ১৫টি দেশে শতকরা ২৫ ভাগ বা তার বেশি হ্রাস পেয়েছে।

- আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে প্রসব-পরবর্তী ক্লিনিকে যাওয়া যুবতীদের মধ্যে এইচআইভির বিদ্যমানতা হ্রাস পাচ্ছে।

এইডস মহামারী বিশ্বের প্রতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম। ২০০৮ সালে বিশ্বে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমিতদের মধ্যে ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সী যুবজনের হার ছিল শতকরা ৪০ ভাগ। বিশ্বে এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা ৩ কোটি ৩৪ লাখ লোকের মধ্যে ৪৯ লাখের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

যুবদের মধ্যে এইচআইভি সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তার বিগত দশকের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে। যেসব দেশে মহামারী কেন্দ্রীভূত রয়েছে সেসব দেশে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ, দেহ বিক্রি এবং পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যৌন সম্পর্কের মতো ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে নিয়োজিত যুবক-যুবতীর ওপর কর্মসুচি ও সম্পদের গুরুত্ব দিতে হবে।

যেসব দেশে মহামারী সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করার ফলে জনসাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, সেসব দেশে সকল ঝুঁকিপূর্ণ যুব, বিশেষ করে যুব নারীকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রমাণে দেখা গেছে যে, যৌন শিক্ষা যৌনক্রিয়ার শুরু বিলম্বিত করা এবং নিরাপদ যৌন আচরণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে এইচআইভির বিস্তার ঠেকাতে সাহায্য করতে পারে।

জাতিসংঘ এবং এইচআইভি/এইডসবিরোধী লড়াই

এইচআইভি সংশি-ষ্ট সব অঙ্গীকার, বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন, ১৯৯৫ সালের বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং ২০০১ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত বিশেষ অধিবেশনে সদস্য দেশগুলোর দেয়া অঙ্গীকারে যুবজনের মধ্যে এইচআইভির সংক্রমণ রোধের গুরুত্ব ছিল একটি

সঙ্গতিপূর্ণ বার্তা। বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত অঙ্গীকারের ঘোষণা এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, তা যুবজনের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ উলে-খযোগ্য হারে হ্রাসের লক্ষ্যে অপরিহার্য কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। ২০০৬ সালের এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত রাজনৈতিক ঘোষণায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যুবজনসহ সবার জন্য এইচআইভি প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা ও সহায়তার সর্বজনীন সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছেন।

এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত যৌথ জাতিসংঘ কর্মসূচি (ইউএনএইডস) নতুন এইচআইভি সংক্রমণ রোধ, এইচআইভি নিয়ে বেঁচে থাকা লোকদের পরিচর্যা ও এই মহামারীর অভিঘাত লাঘবে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ ব্যবস্থার দশটি সংস্থা ও ইউএনএইডস সচিবালয়ের প্রচেষ্টা ও সম্পদ সমন্বিত করছে। ইউএনএইডসের শ্রম কারিগরি বিভাগের মাধ্যমে দেশগুলোকে এইচআইভি সংক্রান্ত বিশেষ কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়।

ইউএনএইডস সচিবালয় কৌশলগত তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল স্কুলের বাইরে থাকা যুবজনের পরিবেশ-পরিস্থিতির বিষয়গুলো সমন্বয় করে, ইউনিসেফের বিষয় হলো কিশোরদের বিকাশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা দেখে শ্রমনীতি ও কর্মস্থলের কর্মসূচি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানত স্বাস্থ্য খাত ও তার সাড়াগুলো দেখে।

ইউএনএইডসের নীতিগত অবস্থান বিষয়ক নিবন্ধ এইচআইভি প্রতিরোধ জোরদারকরণে উলি-খিত এগারোটি 'এইচআইভি রোধে অপরিহার্য কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রমের' অন্যতম হলো যুবজনের মধ্যে এইচআইভি রোধ। ইউএনএইডসের দশটি অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রের একটি হলো *'ফলের জন্য যৌথ কার্যক্রম : ফলশ্রুতি কাঠামো ২০০৯-২০১১'* যার লক্ষ্য হচ্ছে এইচআইভি থেকে আত্মরক্ষায় যুবজনের ক্ষমতায়ন-যাতে যুবজনের মধ্যে নতুন এইচআইভি সংক্রমণ হ্রাস সংক্রান্ত ষষ্ঠ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের একটি পথনির্দেশিকা দেয়া হয়েছে।

অগ্রগতি

সব স্বার্থসংশি-ষ্ট অঙ্গীকার ও কার্যক্রমের ফলে যুবজনের মধ্যে এইচআইভির ব্যাপারে সাড়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। যুবজনের মধ্যে নতুন সংক্রমণের হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর শতকরা ৪৫ থেকে শতকরা ৪০ ভাগে নেমে এসেছে। এছাড়া আফ্রিকার উপসাহারার দেশগুলোতে যৌন শিক্ষা যৌনক্রিয়ার শুরু বিলম্বিত এবং কনডমের ব্যবহার বর্ধিত করার ফলে যুবজনের মধ্যে এইচআইভির বিদ্যমানতা হ্রাস

পরিলক্ষিত হয়েছে (ইউনেস্কো ২০০৯)। ২০০০ থেকে ২০০৭ সালের প্রবণতা উপাত্ত আফ্রিকার ১৭টি নির্বাচিত দেশের মধ্যে ১৪টিতে প্রসবৎ পরবর্তী ক্লিনিকে যাওয়া যুব নারীর মধ্যে এইচআইভির বিদ্যমানতা হ্রাস নিশ্চিতা করেছে।

জরিপভিত্তিক প্রবণতা উপাত্তে ৪৫টি দেশের মধ্যে ১৭টি দেশে যুব নারীর মধ্যে এইচআইভি রোধের জ্ঞান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি উচ্চ বিদ্যমানতার দেশেও যৌনক্রিয়া শুরুর বয়স, বহু সঙ্গী এবং কনডম ব্যবহারের নিরিখে যুবজনের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তনসহ এইচআইভি মহামারীর স্থিতিশীল অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

প্রাপ্ত শিক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এইচআইভি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিসেবার মধ্যে সংযোগ বাড়াতে হবে। কর্মসূচি ও আর্থিক সম্পদকে এইচআইভি সংক্রমণের অত্যধিক ঝুঁকিতে থাকা যুবজনের পরিবর্তে কম ঝুঁকিতে থাকা যুবজনকে লক্ষ্যে রাখা চালিয়ে যেতে হবে।

যুবজনের মধ্যে এইচআইভি সম্পর্কিত সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞান এখনো নেই তাই শিক্ষায় বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকারের মন্ত্রণালয় ও সুশীল সমাজের সংগঠনের মতো বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থসংশি-ষ্টদের মধ্যে অপ্রতুল সমন্বয় যুবজনের জন্য একটি সমন্বিত, ব্যাপক এইচআইভি কর্মসূচিকে ব্যাহত করে চলেছে।

এছাড়া সপক্ষতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য যুবজনের আরো সুযোগ প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং ম্যালেরিয়া একটি জটিল সম্পর্ক

এস. ডি. ফারনানদো, আর. উইকরেম্যাসিংহে এবং এ.আর উইক রেম্যাসিংহে

সচরাচর দশকের পর দশক বা তার বেশি সময়ব্যাপী বিদ্যমান জলবায়ুর গড় অবস্থা বা তার পরিবর্তিতায় পরিসংখ্যানের দিক থেকে উলে-খযোগ্য তারতম্যকে জলবায়ু পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যার কারণ হতে পারে প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, বাইরের চাপ বা বায়ুমন্ডলের বিন্যাস কিংবা ভূমি ব্যবহারে নিরন্তর নৃতত্ত্বগত পরিবর্তন। মশাবাহিত জীবাণুর মাধ্যমে ছড়ানো উষ্ণমন্ডলীয় ম্যালেরিয়ায় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ১০৯টি দেশের প্রায় ১০ লাখ লোক প্রাণ হারায় এবং অন্তত ১শ' কোটি লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণজনিত দুর্ভোগের শিকার হয়। বিশ্বের সবচেয়ে উলে-খযোগ্য ঘাতকব্যাধি ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার অভিঘাত হ্রাস করা গেলে তা মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনের প্রয়াসকে বহুলাংশে জোরদার করবে বলে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য দেশ স্বীকার করেছে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের ধরন ও আর্দ্রতার মতো জলবায়ুর অবস্থাগুলোর যে তারতম্য হয় তার একটা গভীর প্রভাব রয়েছে মশার আয়ুষ্কাল ও মশার মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বিকাশ এবং পরিশেষে ম্যালেরিয়া বিস্তারের ওপর।

বিগত ১শ' বছরে বিশ্বের তাপমাত্রা উলে-খযোগ্য হারে বেড়েছে এবং ১৯৫০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে উষ্ণায়ন হয়েছে ত্বরান্বিত। প্রাথমিক মডেল থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই বৃদ্ধি মশাবাহিত রোগ বিস্তারের হার বাড়াবে এবং এর ভৌগোলিক বিস্তরণ প্রসারিত করবে, একই সঙ্গে বিশেষ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়বে, যাকে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা অভিঘাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোনো কোনো সমীক্ষায় ইতোমধ্যেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে এমনসব এলাকায় এ রোগের বিস্তার বেড়ে গেছে কিংবা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা হয়েছে এমনসব এলাকায় পুনরায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে। অন্যান্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে, মালেরিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিকভাবে, স্ক্যান্ডিনেভিয়াসহ ইউরোপ ছিল ম্যালেরিয়ার ঘাঁটি, কিন্তু বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি সত্ত্বেও উন্নততর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উন্নত সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নতুন চাষাবাদ পদ্ধতি গ্রহণ, আচরণগত পরিবর্তন ও উন্নততর স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের ফলে এ ব্যাধি নির্মূল হয়েছে।

ম্যালেরিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে জটিল সম্পর্কের কারণে সংযোগ সাধন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ঐতিহ্যগতভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে এমন এলাকায়, যে এলাকায় তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সেখানে এবং ঐতিহ্যগতভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল না এমন নতুন নতুন এলাকায় ম্যালেরিয়া ছড়ানোর সুযোগ বৃদ্ধি করবে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়াবাহী মশার বিস্তার বাড়তে পারে। এতে যেসব এলাকায় ইতোপূর্বে ম্যালেরিয়া ছিল বলে জানানো হয়নি, সেসব এলাকায় তার বিস্তার বৃদ্ধি পেতে পারে। খাটো করে দেখতে গেলে, ম্যালেরিয়া যেখানে ইতোমধ্যেই একটা সমস্যা সেখানে উষ্ণ তাপমাত্রা ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশার মধ্যে এই পরজীবীর বৃদ্ধিচক্র দ্রুততর করবে, বিস্তার বাড়াবে এবং বাড়াবে এই রোগজনিত ভারের অভিঘাত।

জলবায়ু পরিবর্তন এল নিনো চক্রকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে যা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও রিফট ভ্যালি জ্বরের মতো মশাবাহিত কোনো কোনো রোগের বর্ধিত ঝুঁকির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। শুষ্ক মৌসুমে ভারী বৃষ্টিপাত মশার জন্য প্রজননের ভালো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বর্ধিত আর্দ্রতা, খরা নদ-নদী ক্ষীণকায় হয়ে পড়ে যা মশার পছন্দের প্রজনন ক্ষেত্র। কোনো কোনো এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাত প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে যা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়ে দিতে পারে। এল নিনোর সঙ্গে সংশি-ষ্ট শুষ্ক অবস্থার পর কলম্বিয়া ও ভেনিজুয়েলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এক-তৃতীয়াংশের বেশি বেড়ে যায়। শ্রীলঙ্কায় ডিডিটি (ম্যালেরিয়ার জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি সংশে-ষী কৃষি কীটনাশক) ব্যবহারের আগে বর্ষার অপর্যাপ্ততার পর ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায়, এটাও এল নিনোর সঙ্গে সংশি-ষ্ট। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলো অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পর সম্প্রতি ম্যালেরিয়া মহামারীর অভিজ্ঞতা অর্জন

করেছে। ভারতের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ১৯৯৬ সালে লা নিনার সময় অধিক বৃষ্টিপাতে ম্যালেরিয়া আক্রমণের বেশি হয়ে এবং ১৯৯৮ সালে এল নিনোর সময় একই এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রমণের কম হার রেকর্ড করে। সংক্ষেপে, এল নিনো চক্রের পরিবর্তনগুলোর ম্যালেরিয়া মহামারীতে ম্যালেরিয়া বিস্তারের সম্ভাবনা বৃদ্ধির সামর্থ্য রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ম্যালেরিয়ার বিস্তারে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা পরিমাপ করা হয়তো সম্ভব হবে না। কারণ তা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের ওপর, যেমন জনসংখ্যা ও জনমিতিগত গতিময়তা, ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কীটনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা, বন উজাড়, সেচ, জলাভূমির নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতো মানবিক কর্মকান্ড এবং প্রতিবেশের ওপর সেগুলোর অভিঘাত। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য অভিঘাত ম্যালেরিয়ার প্রতি বর্ধিত সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক অভিঘাত সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটাতে ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে পারে, যা আগাম রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রচেষ্টার সামর্থ্য বা কীটনাশক ছড়ানোর মতো কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে। ফলে রোগের বিস্তার বেড়ে যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন লাঘব বনাম অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হ্রাসের অর্থনৈতিক বিষয়টি মডেল হিসেবে নেয়া হয়েছে। হিসাব করা হয়েছে যে, কার্বন হ্রাসের মাধ্যমে একটি জীবন রক্ষার জন্য যে ব্যয় হবে, সেই অর্থেই মশারি, ঘরে পরিবেশগতভাবে নিরাপদ ডিডিটি ছড়ানো ও নতুন নতুন কার্যকর ব্যবস্থার জন্য ভর্তুকির মাধ্যমে বছরে ৭৮ হাজার জীবন বাঁচানো যেতে পারে।

১৯৯২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) গৃহীত ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মকৌশলের প্রধান বিষয় হলো নজরদারি ও প্রস্তুতি। আগাম রোগ নির্ণয় এবং দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা ছাড়াও কর্মকৌশলের মনোযোগের অন্যান্য ক্ষেত্র হলো মহামারী রোধ ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে নির্বাচিত জীবাণুবাহী প্রাণী নিয়ন্ত্রণ ও সামর্থ্য গড়ে তোলা।

১৯৯০-এর দশকে রোগ নির্ণয়ের জন্য মাপনদন্ড, ম্যালেরিয়া চিকিৎসার জন্য আরটিমিসিনি ও বিস্তার রোধের জন্য কীটনাশক সিক্ত মশারি আবিষ্কার এবং সে সাথে ডব্লুএইচওর ম্যালেরিয়া হটাও উদ্যোগ, এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়াবিরোধী লড়াইয়ে বিশ্ব তহবিল প্রতিষ্ঠা এবং মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর ম্যালেরিয়া বিষয়ক সূচকের অন্তর্ভুক্তি ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে এক নবতর আগ্রহ সঞ্চার করে। এসব প্রস্তুতি নিশ্চিত করেছে যে আগাম নির্ণয় ও রোগীর দ্রুত চিকিৎসাসহ নজরদারি এবং প্রস্তুতিসহ সামর্থ্য বিনির্মাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো নির্বাচিত দেশগুলো থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূলের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। গত কয়েক বছরে কয়েকটি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে ম্যালেরিয়া নির্মূলের পর্যায়ে রয়েছে এমন অন্তত আট-দশটি দেশ ২০১৫ সাল নাগাদ স্থানীয়ভাবে সংক্রমণের বিষয়টি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেসব দেশ এখন প্রাক-নির্মূল স্তরে রয়েছে ২০১৫ সাল নাগাদ সেসব দেশ নির্মূল পর্যায়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব ম্যালেরিয়া কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে তিনটি দেশ-আর্মেনিয়া, মিসর ও তুরস্ক-২০০৯ সালের খবর অনুযায়ী নির্মূলের পর্যায়ে ছিল তারা তিন বছরের বেশি সময় ধরে স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত রোগী না থাকার কথা জানিয়েছে এবং পুনরায় প্রাদুর্ভাব রোধের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ডব্লুএইচওর ইউরোপীয় অঞ্চলভুক্ত ছয়টি দেশ-আজারবাইজান, জর্জিয়া, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুরস্ক ও উজবেকিস্তান ২০০৯ সাল নাগাদ প্রাক-নির্মূল পর্যায় থেকে দেশব্যাপী নির্মূলের লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমানে ম্যালেরিয়াপ্রবণ উষ্ণমন্ডলীয় দেশগুলোতে সম্ভবত এই রোগজনিত মহামারীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। উষ্ণমন্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ যেসব দেশ হয় সংক্রমণ নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করেছে, সেসব দেশে তাপমাত্রা ও বিশ্ব ভ্রমণ বৃদ্ধির কারণে ম্যালেরিয়ার পুনরায় প্রাদুর্ভাব ঘটার বা সংক্রমণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

এসব দেশে ম্যালেরিয়া যখন একটা বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা ছিল হয়তো তখন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে তাদের নজরদারি ও প্রস্তুতি তেমন নিবিড় ছিল না বলে দেশগুলো মহামারীপ্রবণ হবে। এই প্রেক্ষিতে নজরদারি ও প্রস্তুতির সঙ্গে আপোস না করে তা জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে এটা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সত্যি যাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে হয়, যেগুলোর কোনো কোনোটি অনিবার্যভাবেই স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। উচ্ছেদ যুগের বাধাবিপত্তিগুলো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, সে সময় প্রাথমিকভাবে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল হলেও তা শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করা হয়েছে-উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৬৩ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় উচ্ছেদ হওয়ার দৃষ্টান্ত।

চিত্রে জাতিসংঘের সম্প্রতি কার্যক্রম

জেগে ওঠো বদলে দাও

এমডিজি অর্জনে সোচ্চার হও

১৬–১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

দারিদ্র্যবিরোধী মঞ্চ, ইউএনএমসি, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠন সারা বিশ্বের সাথে একযোগে 'জেগে ওঠো বদলে দাও' (স্ট্যান্ড আপ) কর্মসুচির আওতায় গত ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর দারিদ্র্যবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এগুলোর মধ্যে ছিল সংবাদ সম্মেলন, আলোচনা অনুষ্ঠান, গণজমায়েত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানগুলোতে মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যসহ, বুদ্ধিজীবী, শিক এবং এনজিও প্রতিনিধিব”ন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। গণজমায়েতে দারিদ্র্যবিরোধী শপথ পাঠ ও বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করা হয়।

প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

গণজমায়েতে বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

ঢোল বাজিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশ করা হচ্ছে

শিল্পীরা দারিদ্র্যবিরোধী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন

এমডিজি বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন

১৮–২৫ অক্টোবর ২০১০

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, আঁলিয়স ফ্রঁসেজ ও হোপ মাল্টিমিডিয়ার যৌথ উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী এমডিজি বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শনী গত ১৮ অক্টোবর আঁলিয়স ফ্রঁসেজ আর্ট গ্যালারিতে শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন টিআইবি চেয়ারপারসন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, আঁলিয়স ফ্রঁসেজের পরিচালক সালিহা লেফেপুরে, শিল্পী সন্তু সাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ এবং শিল্পী সমালোচক মঈনুদ্দীন খালেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক মো. মনিরুজ্জামান।

আঙ্কটাড ইনফরমেশন ইকোনমি রিপোর্ট ২০১০ প্রকাশ

১৪ অক্টোবর ২০১০

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ১৪ অক্টোবর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি অডিটোরিয়ামে আঙ্কটাড ইনফরমেশন ইকোনমি রিপোর্ট ২০১০ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন ক্যাটালিস্টের পরিচালক মুহাম্মদ শাহরোজ জলিল। এতে আরও বক্তব্য রাখেন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও আমাদের গ্রাম-এর পরিচালক রেজা সেলিম। পরে সাংবাদিকবৃন্দ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

RwZmsN w`eGm gnvmwPe
evb wK-gGbi evYx

RwZmsN w`eGm weGki ^KwU ^KwU gvbGli cwZ Awg Avgvi Mfxi Dcjwº-mévZ mcksm ÕxKwZ ævcb KiwQ, hvi kw¯, D®qb I gvbewaKvGii RbÅ AvgvG`i KvRGK Mfxi fvGe wekvm KGib...‰es hvi AvgvG`i Av`k

mg®Z ivGLb I jÞÅ ARGb AvgvG`i mvnvhÅ KGib| weGki e®¬ I bvMwiKe±`, AvcbvG`i Awg RvbvGZ PvB, ... abÅev`|

65 eQi AvGM ‰Bw`b RwZmsGNi cwZÓv mb` ejer nq| cwZeQi RwZmsN w`eGm Avgiv AvgvG`i ŠewkK wgkb `pZvi mGã cbeÅî¨ Kwi| Avgiv cbtcwZc® Kwi mnbkxjZv, cviÕ·wiK k«v I gvbweK ghv`vi meRbxb gjÅGeva| Avi mvÞiZv I cZÅwkZ AvqÓvj... ævb I chwî¨i cmvi... MYZ¯ I AvBGbi kvmb ‰wMGq ^bqvi ^ÞGò ARb mvaGbi RbÅ mwÁwjZfvGe ^h AMMwZ jvf KGiwQ, Avgiv Zv ÕxKvi Kwi|

mGevcwi, RwZmsN w`em nGjv ^mBw`b, ^hw`b Avgiv AvGiv ^ewk wKQ Kivi msKÍ MnY Kwi| ^ewk wKQ Kiv ZvG`i RbÅ, hviv mkÕ msNvGZ AvUGK cGoGQ| Rjevq cwieZGbi wei‚G«¬ jovB I cviÕ·wiK wechq cwinvGii RbÅ; ^ewk wKQ Kiv bvix I ^gGqG`i mGhvM mÁcmviGYi RbÅ ‰es AwePvi I `î iwnZÅ ^gvKvGejvi RbÅ, ^ewk wKQ Kiv wgGjwbqvg D®qb jÞÅàGjv ARGbi RbÅ| MZ gvGm RwZmsGN ‰gwWR kxl mGÁjb ivR‹bwZK MwZ ‰es Aw^K cwZk‚wZi mçvi KGiGQ, hv ‰B KvRb A^‹bwZK mgGq weGkl àiƒZcY| 2015 mvGji mgqmxgv ‰wMGq AvmGQ eGj `pfvGe mvgGb ‰wMGq ^hGZ Awg msKÍe«¬|

AvgvG`i mgmÅv ^vKGjI, ^gi‚KiY I Awekvm ^vKGjI, AvgvG`i ciÕ·i mshî¨ wek Af® AMMwZi RbÅ bZb bZb wecj mÁvebv LGj w`GqGQ| Avmb, RwZmsN mbG` mw®GewkZ wecj Õµ evÕevqGb AvGiv ^ewk wKQ Kivi kc^ Avgiv MnY Kwi|

24 A GÙv e i
RwZmsN w`eGmi cUfwg
w`eGmi BwZK^v

1945 mvGj RwZmsN mb` ejer nIqvi ewlKx nGjv RwZmsN w`em| wbivcîv cwilG`i cvP Õvqx m`mÅmn msLÅvMwiÓ ÕvÞi`vZvG`i cwZÓv `wjj ÕvÞGii gaÅ w`Gq `vµwiKfvGe RwZmsGNi AfÅ`q NGU| 1948 mvj ^^GK 24 AGÙvei RwZmsN w`em D`hvcZ nGœQ| RwZmsN mvavi Y cwil` mcwik KGiGQ ^h, m`mÅ ^^kàGjv w`emwU miKwi QwUi w`b wnGmGe cvjb KiGe|

1949 mvGj wbgvYvaxb ‰es 2010 mvGj msÕvi KvR PjvKvGj RwZmsN mwPevjq feb

RwZmsN m`i `µi: ZLb ‰es ‰Lb

1949 mvGj wbDBqK wmwUGZ ^m mgGq wbgvYvaxb wek msÕvi Õvqx m`i `µGii wkjvbÅvm AbÓvGbi gaÅ w`Gq RwZmsN w`em cwjZ nq|

eZgvGb ‰KwU eüel ^gqw` cKGÍi AvIZvq wPGòvcg RwZmsN febàGjvi msÕvi KvR PjGQ, hv 2013 mvGj ^kl nIqvi K^v iGqGQ| cKGÍi DGókÅ nGjv HwZnwmK I wbgvY‹kjxi gvBjdjK gj KgGµY wVK ^iGL AvawbK wbivcîv I `ÞZvi gvb Abhvqx RxY msÕvi Kiv|

wek ÕvÕÅ: ‰Kk kZGKi RbÅ AMvwaKvi ‰GR´£v

nvBjvB wU. ^Wevm

2000 mvGj i RwZmsN wgGjwbqvg ^NvlYvi gggGj iGqGQ 2015 mvGj i RbÅ wgGjwbqvg D®qb jÞÅàGjv (‰gwWwR), hvGZ ÕxKvi Kiv nGqGQ ^h, ‰Kk kZGKi RbÅ ‰KUv AMvwaKvi ‰GR´£v nGjv wek ÕvÕÅ| wek kw¯ I A^‹bwZK wÕwZkxjZvi RbÅ ‰es gvbewaKvi, mgZv I bÅvhÅZvi ài,ZcY welqàGjv mgvavGbi RbÅ ‰gwWwR ARb Acwinvh|

‰Kk kZGKi gGZv gvbe BwZnvGm Avi KLGbvB wewf® ^`k I ^fŒGMwjK AçGji gvbl ‰GZv ciÕ·i wbfikxj wQj bv| wekvqb ‰es gvbe PjvPGji gvòv I MwZ ‰gb AeÕv mwÕ¡ KGiGQ hvGZ `wi` ^`kàGjvi ÕvÕÅ wbGq `wø¯v KvhZ abx ^`kàGjviB ÕvÕÅ welqK `wø¯v| wbGP AvGjwPZ ‰me I AbÅvbÅ weGePbvq ‰KwU ciÕ·i wbfikxj weGk ‰gwWwRi ^KwŁ`KZvGK ài,Z ^`qv nGqGQ| wek ÕvÕÅ I wek A^bwZ AweGœQ`Å e®-Gb Ave«¬| wek mkvmb Kwgkb 1995 mvGj i wiGcvGU eGjGQ, 'A^bwZàGjv AwaK nvGi ciÕ·i wbfikxj nGœQ eGj mÁ·` Movi ^h mGhvMB eüàGY ewaZ nGqGQ, ^Kej Zv bq, eis AwÕwZkxj Kivi AvNvZ ‰K ^`k AvGiK ^`Gk PvjvGbi mGhvMI ^eGoGQ| ‰ aiGbi 'AwÕwZkxjKi AvNvGZi' h^v^ `Óv¯ nGjv eÅwai ^`k ev gnvG`k eÅvµ¡ nIqv| 2003 mvGj kvmhG¯i Zxe msòvgY nsKsGqi Õ·±`gvb A^bwZGK `,Z `ej KGi ^`q, cYÅGfvM, chUb I wegvb ögY KGg hvq| Avkâv Kiv nGœQ ^h, eÅvcK ‰wwfqvb BbdGqév wekeÅvcx AvGiv ^ewk A^‹bwZK I mvgwRK wePÅwZ NUvGe, hvGZ wek A^bwZi 2 ^^GK 3 wUwjqb Wjvi ÞwZ nGZ cvGi ‰es cvYnwb NUGZ cvGi jvL jvL gvbGli| wK¯ eÅwai ^`k ev gnvG`keÅvcx eÅwµi ÞwZKi cfvGei ^PGq wek ÕvÕÅ I wek A^bwZi mÁ·GKi MfxiZv AvGiv ^ewk| weGkl KGi wòk m`GmÅi A^‹bwZK mnGhvwMZv I D®qb msÕv ZvG`i ^ewkifvM wbgvY I cwiGmev wkÍ wbg I gaÅ AvGqi ^`kàGjvGZ wbGq hvGœQ eGj wekevRvi A^bwZ òxgeagvb nvGi ‰KwU mÕ I Drcv`bkxj Kgkwî¨i Ici wbfikxj nGq coGQ|

‰gbwK Avgiv 2015 mvj bvMv` ‰gwWwR ARGbi ^PÓv PvjvwœQ eGj mvAcwZK eQiàGjvGZ wek ÕvÕÅ LvGZi cwZ ewaZ gGbvGhvM I ZvGZ ewaZ miKwi I ^emiKwi wewbGqvM mdj w`GœQ| wej I ^gwj±`v ^MUm dvDG´£kGbi wjwfs c,d cGRÙ cgvY KGiGQ ^h, 1990 ^^GK 2007 mvGji gGaÅ wk÷gZÅ nvi kZKiv 27 fvM KGgGQ| BGZvcGe Ávb avi Yv mGî I weMZ 28 eQGii gvZgZÅ nvi kZKiv 35 fvM

KGgGQ, hv gvZÕvÕÅ D®qGb ‰gwWwRi DwÍwLZ kZKiv 55 fvM ARGbi jGÞÅ ‰KUv DrmvneÅéK AMMwZ| ˆ™vevj AÅvjGq´Ô di fÅvKwmbm AÅv´£ BwgDbvBGRkGbi wUKv`vb KgmwP MZ `kGK cvq 34 jvL gZÅGivGai KwZGZ abÅ| hÎxivGÓ¡i ˆcwmGWG´Ÿi Ri,wi ‰BWm òvY cwiKÍbv AvbgwbK 12 jvL Rxeb ewPGqGQ| 2008 mvj bvMv` cvq 30 jvL ˆjvK ‰w´Ÿ-wiGUvfvBivj I la cwëQj| Abi.cfvGe ˆ™vevj dv´£ ‰es hÎxivGÓ¡i ˆcwmGWG´Ÿi gÅvGjwiqv DG`ÅvMGK abÅev` ˆh, gÅvGjwiqv cwZGiva I wPwKrmv cwiGmev DGÍLGhvMÅfvGe mÁcmwiZ nGqGQ| 2000 mvGji ci weGki cwPkwU ``Gk gÅvGjwiqvq Avòv¯¦ ‰es /ev gZÅi nvi AGaGK ˆbGg ‰GmGQ eGj RvbvGbv nGqGQ| ‰Uv ‰KUv mLei ‰es ‰ eÅvcvGi AvGiv ˆewk wKQ AvGQ|

Zvici I wek ÕvÕÅ ˆek wKQ eo eo PÅvGjGéi mÁ‹Lxb| Dcmvnvivi AwaKvsk ``k ‰gwWwR ARb KiGe bv| ‰i ‰KUv ài,ZcY KviY nGjv ÕvÕÅ KgkwÎxi NvUwZ, eÅeÕvcbvi A`ÞZv, AeKvVvGgv I ÕvÕÅ ˆmev A^vqGb AcZjZvi `i,b KvhKi ÕvÕÅ eÅeÕvi Afve| 2006 mvGji wek ÕvÕÅ wiGcvGUi wnmvGe ejv nGqGQ, weGk 23 jvL WvÎvi, bvm I avòxi NvUwZ iGqGQ| 57wU ``Gk ài,ZcY ÕvÕÅ KgkwÎxi NvUwZ iGqGQ, ‰me ``Gki 37wU AwdKvi Dcmvnvivq| ‰me ``Gki ÕvÕÅ mswkÓ¡ ‰gwWwRàGjvi mÁveÅ ARb ``Lv ‰KUv kÎx eÅvcvi| ‰BPAvBwf/‰BWm, gÅvGjwiqv, hßvi gGZv AvjÁ ev ˆivM-wbw`Ó¡ KgmwP nqGZv BGZvgGaÅB f™ ÕvÕÅ eÅeÕvGK AvGiv `ej KGi ``qvi dGj ÕÍ AvGqi ``kàGjvGZ mvaviY ÕvÕÅ ˆmev ``qvGK AvGiv ˆewk KwVb KGi ZGjGQ|

`fvGMÅi welq nGjv, ‰me ``Gki miKvi wKsev weGki `vZv mÁc`vq ˆKDB mvg^Å MGo ZjGZ chvµ¦ wewbGqvM KGiwb|

wek ÕvÕÅ AvGiv ˆewk PÅvGjGéi mÁ‹Lxb| ‰i gGaÅ DGÍLGhvMÅ nGjv, wbg I gaÅ AvGqi ``kàGjvGZ gnvgvixi AvbcwZK nvGi RvbvGbvi gGZv bq ‰gb ˆivM-eÅwa I RLGgi cvkvcvwk RxevY cwZGivax I msòvgK ˆivM RxevYbvkK IlGai wei,G«¬ AYRxGei cwZGiva kwÎx MGo IVv| ‰Kwesk kZGK ‰me PÅvGjé ˆgvKwejv KivI wek ÕvGÕÅi RbÅ ‰KUv AMwaKvi|

KGqKwU ài,ZcY cGki Reve cGqvRb: `wi` ``kàGjvGK `vZv ``kàGjv D`vifvGe ˆh mvnvhÅ w`GëQ Zvi mewaK m«Åenvi wK nGëQ? Avgiv chwÎxMZ mgvavGbi RbÅ wewbGqvGMi fvimvgÅ mvg^Å MGo ˆZvjvi wewbGqvGMi mGã KxfvGe iÞv Kie? wek ÕvGÕÅi RwUj mgmÅv mgvavGb mKj ˆgav wK Avgiv chvµ¦fvGe wbGqwRZ KGiwQ? ˆkl cGki DÎGi Avwg wekvm Kwi ˆh, abx-`wi` Dfq ``kàGjvGZB wkÞv cwZÓvGbi weGkl æwb I `ÞZv AcZjfvGe msMh Kiv nGqGQ| ÕvÕÅ KgkwÎxi msKU ˆgvPb I ÕvÕÅ ˆmevi RbÅ cGqvRbxq ˆbZZGK cwkÞY`vGbi RbÅ miKvi, ˆemiKvwi msÕv I wkÞvãGbi gGaÅ KvhKi mnGhvwMZv AZÅ¯¦ ài,ZcY|

‰Kk kZGKi RbÅ wek ÕvGÕÅi ‰KwU ài,ZcY AMwaKviwfwÎK ‰GR´£v nGjv ‰gwWwR ARb| `fvGMÅi welq nGjv, ÕÍ AvGqi AGbK ``GkiB ‰me jÞÅ ARGbi mÁvebv ˆbB, hvi KviY ÕvÕÅKgxi ài,Zi NvUwZ I `ej ÕvÕÅGmev eÅeÕv| ‰gwWwR ARGbi evBGi AbÅvbÅ AMwaKvi ‰GR´£v nGjv, ‰BPAvBwf/‰BWm, gÅvGjwiqv, hßv I AbÅvbÅ msòvgK ˆivGMi KvhKi wUKv I I la D«veb, AYRxeGbi cwZGiva ÞgZv bÓ¡ Kiv ‰es Awbevh ``k-gnvG`k eÅvµ¦ eÅvwai ˆÞGò wekeÅvcx ‰KwU mgw¯Z mvov ŠZwi Kiv| ‰Kw`GK wUKv I I la AweÓ‹vi ‰es AbÅ`GK mvg^Å MGo ˆZvjvi RbÅ ‰KwU mmgw¯Z A^vqb ˆKÉkj wbaviY KiGZ KZUv fvGjv I KZ `,Z Avgiv ‰gwWwR ARb ‰es ‰Kk kZGKi wek ÕvGÕÅi AbÅvbÅ AMwaKvGii mgvavb KiGe|

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org